কক্সবাজারের টেকনাফের ওই কীটগুলো পঙ্গপাল নয়------নির্মল মৃধা, সহঃ শিক্ষক (বিজ্ঞান)

কক্সবাজারের টেকনাফ সদর ইউপির লম্বরীর গ্রামে সন্দেহভাজন ওই স্থান একদল বিজ্ঞানী পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের পিএসও ড. নির্মল কুমার দত্ত, ড. একেএম জিয়াউর রহমান, মো. শরফুদ্দিন ভূঁইয়া, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঢাকা খামার বাড়ির উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইংয়ের উপ-পরিচালক মো. রেজাউল ইসলাম, পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আইপিএম স্পেশালিস্ট আরিফুর রহমান শাহীন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. নাজমুল বারী, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. পান্না আলী, চট্টগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক নাসির উদ্দীন, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. রবিউল ইসলাম, টেকনাফের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. হাদিউর রহমান, উপসহকারী কৃষি অফিসার শফিউল আলম, উপ সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ অফিসার এসএম শাহজাহান, উপ সহকারী কৃষি অফিসার আনোয়ার হোসেন, শেখ জামাল উদ্দিন, মো. হাসান, মোস্তাক উদ্দিন।

দীর্ঘক্ষণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর এই পোকা পঙ্গপাল নয় বলে শনাক্তের পর স্থানীয় কৃষক ও জনগণকে উদ্বিগ্ন না হতে বলা হয়। এরপর আরও অধিকতর গবেষণার জন্য কিছু পোকা প্যাকেটজাত করে নিয়ে যান। এর ফলে অত্র এলাকার চাষীরা স্বস্তির নিঃস্বাস ফেলেছে।